‘বাংলা ভাই’র ক্যাডারদের হাতে ২ খুন

একজনের লাশ গাছে ঝুলিয়েছে

গ্রামের মানুষ জানত না সিদ্দিক মাস্টারই বাংলা ভাই

রাজশাহী ও বগুড়া অফিস, নওগাঁ ও বাগমারা প্রতিনিধি

‘জাগ্রত মুসলিম জনতা’র অপারেশন কমান্ডার বাংলা ভাই দলবল নিয়ে আবারও প্রকাশ্যে অভিযানে নেমেছে। তার বাহিনী নওগাঁয় চার ব্যক্তিকে অপহরণ করে দুজনকে খুন করেছে এবং একজনের লাশ গাছে ঝুলিয়ে দিয়েছে। বাগমারায়ও ফের শুরু হয়েছে প্রকাশ্য সশস্ত্র মহড়া। ক্যাডাররা সেখানে শরিয়া কায়দায় ‘উশর’ আদায়ের নামে দরিদ্র কৃষকদের মৌসুমি ধান হাতিয়ে নিচ্ছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও পুলিশ সদর দপ্তর থেকে জারি করা বাংলা ভাইকে গ্রেপ্তারের নির্দেশটি রাজশাহী পুলিশের হাতে পৌঁছালেও নির্দেশ পালনের আপাতত কোনো সম্ভাবনা নেই। পুলিশ বলছে, ‘ইচ্ছে করলেই একজন নাগরিককে গ্রেপ্তার করা যায় না’। বাগমারায় জাগ্রত বাহিনীর ক্যাডারদের পাশাপাশি এবার শুরু হয়েছে পুলিশি অভিযান।

এদিকে বাংলা ভাইয়ের অতীত উগ্র কর্মকাণ্ডের আরো খবর জানা গেছে। তার বাবা বগুড়ার গাবতলীর এক সাবেক মাদ্রাসা শিক্ষক বলেছেন, তার ছেলে সিদ্দিক মানুষের উপকারের জন্যই বাংলা ভাই নাম নিয়ে জাগ্রত মুসলিম জনতার কমান্ডার হয়ে রাজশাহীর বাগমারায় অবস্থান করছে। বগুড়ায় বাংলা ভাইয়ের সাবেক সহকর্মী কয়েকজন কলেজ শিক্ষক বলেছেন, বগুড়ার ছিদ্দিক মাস্টারই এ বাংলা ভাই।

নির্দেশ এসেছে, তবে ... : বাংলা ভাইকে গ্রেপ্তারে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং পুলিশ সদর দপ্তরের নির্দেশ রাজশাহীর পুলিশ সুপার এবং ডিআইজির কাছে পৌঁছেছে। ডিআইজি নুর মোহম্মদ গত বুধবার কয়েকটি জাতীয় দৈনিকের সাংবাদিকের সঙ্গে আলাপকালে বলেন, ‘নির্দেশ এসেছে, কিন্তু বাংলা ভাইকে পাওয়া যাচ্ছে না।’ পুলিশ সুপার মাসুদ মিয়া সাংবাদিকদের বলেন, বাংলা ভাইকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ এসেছে। তবে তার বিরুদ্ধে রাজশাহীর কোনো থানায় সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ নেই।

অভিযোগ পেলে তবেই না কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। সরকারি নির্দেশের পরও সুনির্দিষ্ট অভিযোগে কেন প্রয়োজন জানতে চাইলে এসপি মাসুদ বলেন, ‘ইচ্ছে করলেই একজন নাগরিককে গ্রেপ্তার করা যায় না।’ পুলিশ সুপার বাংলা ভাইকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ অধীনস্থ থানাগুলোতেও পাঠাননি। গতকাল বাগমারা, দুর্গাপুর ও পুঠিয়া থানার একাধিক পুলিশ কর্মকর্তা এ তথ্য জানান। এসবের পরিপ্রেক্ষিতে জেলার একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা বলেন, পুলিশ বাংলা ভাইকে গ্রেপ্তারে আন্তরিক নয়।

সর্বহারাদের সঙ্গে যোগসাজশের অভিযোগে গত বুধবার রাতে বাগমারার যুগীপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সাইফুলকে আটক করে আনা হয় জেলা পুলিশের ইন্টারোগেশন সেলে। রাতভর তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে গতকাল সকালে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। রাজশাহীর পুলিশ সুপার বলেন, ছেড়ে দেওয়া হলেও তার ওপর পুলিশি পর্যবেক্ষণ চলবে। এ ছাড়া বাগমারার আরো তিনজন সন্দেহভাজন ইউপি চেয়ারম্যানের ওপর নজরদারি চলছে। প্রয়োজনে তাদেরকে এবং তাদের দোসরদেরও ধরে আনা হবে। ডিআইজি নুর মোহম্মদ সাংবাদিকদের জানান, সর্বহারাদের গ্রেপ্তারে গত বুধবার রাত থেকে রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর ও পাবনা জেলায় ব্যাপক সমন্বিত পুলিশি অভিযান শুরু হয়েছে। জানা গেছে, এ পর্যন্ত বাগমারায় সাতজন আটক হয়েছে এবং তাদেরকে গতকালই আদালতে পাঠানো হয়।

ঝুলন্ত লাশ : গত বুধবার সন্ধ্যায় বাংলা ভাই বাগমারা, রানীনগর ও আত্রাই এলাকায় প্রকাশ্যে অভিযানে নামে। সেদিন তার ক্যাডাররাও বেশ কয়েকটি মোটরসাইকেলযোগে বাগমারা থানায় যায়। সেখান থেকে বের হয়ে

তারা হামিরকুৎসা ইউনিয়নের দিকে চলে যায়। গতকাল বাগমারা থানার একজন পুলিশ কর্মকর্তা জানান, বাংলা ভাইয়ের সেকেন্ড ইন কমান্ড ও তার ভাগ্নে বলে পরিচিত জাগ্রত ক্যাডারের নেতৃত্বে এখন বাগামারা এলাকায় টহল চলছে। নওগাঁর আত্রাই ও রানীনগর এলাকায়ও তারা গত মঙ্গলবার রাত থেকে অভিযান জোরদার করেছে।

এলাকাবাসী জানায়, বাংলা ভাইয়ের ঘনিষ্ঠজন সাবেক সর্বহারা ক্যাডার আত্রাই এলাকার ত্রাস হেমায়েত আলী হিম্মুর নেতৃত্বে ক্যাডাররা গত বুধবার দুপুরে সর্বহারা সন্দেহে রানীনগর থানার সিম্বা গ্রাম থেকে আবদুল কাইউম বাদশা (৪৩), বেলঘরিয়া গ্রামের বাশার, খেজুর ও আবদুল বারীকে ধরে নিয়ে যায়। সেদিন বিকেল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত রানীনগর থানা এলাকায় মাইকিং করে ক্যাডাররা ঘোষণা করে, বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় রানীনগরের আবাদপুকুর বাজারে চারজনের প্রকাশ্যে বিচার হবে। তবে গতকাল নির্ধারিত সময়ে আবাদপুকুর বাজারে প্রকাশ্য কোনো আদালত দেখা যায়নি বলে জানা গেছে। অপহৃতদের মধ্যে বাদশার লাশ গতকাল দুপুরে বগুড়ার নন্দীগ্রামে পাওয়া যায়। থানা পুলিশসহ বিভিন্ন সূত্র জানায়, গতকাল দুপুরে জাগ্রত জনতার একদল সশস্ত্র ক্যাডার রিকশাভ্যানে করে লাশটি বামনগাঁওয়ে নিয়ে এসে গাছে ঝুলিয়ে দেয়। শফিকপুর গ্রামের বাদশা একাধিক হত্যা মামলার আসামি ও পুলিশের তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী ছিল। অপহৃতদের মধ্যে আরেকজনের মৃত্যুর কথা বাংলা ভাই নিজেই গত রাতে টেলিফোনে রাজশাহী প্রতিনিধির কাছে স্বীকার করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, সে গণপিটুনিতে মারা গেছে। তার নাম জানা যায়নি। বাকি দুজনের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

ধানের 'উশর' : বাগমারার মাড়িয়া, দ্বীপপুর, হামিরকুৎসা, গোয়ালকান্দি প্রভৃতি গ্রামে জাগ্রত জনতার কমিটি গঠন করে শরিয়ার নামে 'উশর' আদায় চলছে। একজন ভুক্তভোগী জানান, ১০০ মণে ৫ মণ, ৫০ মণে ৩ মণ এবং ২০ মণে ১ মণ ধান নেওয়া হচ্ছে। ক্যাডারদের পক্ষে এলাকার কয়েকজন ইউপি চেয়ারম্যান ও ব্যক্তিও উশরের নামে এই চাঁদাবাজি করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। তবে মোবাইলে যোগাযোগ করলে বাংলা ভাই প্রথম আলোর বাগমারা প্রতিনিধিকে বলেন, উশর আদায়ের ঘটনা তার জানা নেই। জাগ্রত জনতার ক্যাডাররা বুধবার বাগমারার রায়াপুর গ্রামের আঃ আজিজ সোনারের জমির ধান ও আলুও লুট করে। আজিজের পরিবার এ ঘটনায় থানায় অভিযোগ করেছে। এর আগে জঙ্গিরা রায়াপুর গ্রামের আবদুল বারীর জমির ধানও লুট করেছিল। এ ঘটনায় আঃ বারীর স্ত্রী শাফিকুন্নাহারের দায়ের করা একটি মামলা গতকাল থানায় রেকর্ড হয়েছে।

বাংলা ভাইয়ের বাড়িতে : গতকাল বৃহস্পতিবার প্রথম আলোর বগুড়া প্রতিনিধি বাংলা ভাইয়ের গ্রামের বাড়ি বগুড়ার গাবতলী উপজেলার কর্ণিপাড়া গেলে তার বাবা গাবতলীর তরফশরতাজ সিনিয়র মাদ্রাসার অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক নজির হোসেন ছেলের কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করে বলেন, ছাত্রাবস্থায়ই সিদ্দিকুল ইসলাম ওরফে সিদ্দিক কলেজে শিক্ষকতা শুরু করে। সরকারি আযিযুল হক কলেজ থেকে সে বাংলায় অনার্স পাস করেছে। কলেজে শিক্ষকতা ছাড়াও সিদ্দিক বগুড়ার কয়েকটি কোচিং সেন্টারেরও শিক্ষক ছিল। তবে মাঝে মাঝে সে কিছু দিনের জন্য ধর্মীয় কাজে বাইরে যেত। তবে নজির হোসেন বলেন, সিদ্দিক কোথায় যেত, কেন যেত সেসব তিনি জানতেন না। ছাত্রাবস্থায় সিদ্দিক ছাত্রশিবিরের সঙ্গে জড়িত ছিল কি না তাও তার অজানা ছিল। বাংলা ভাইয়ের বিভিন্ন সময়ে জেল-হাজতে যাওয়া, সম্প্রতি বগুড়ায় এসে তার দিন দুয়েক অবস্থান– এসব খবরও নজির হোসেন স্বীকার করেন।

নজির হোসেন আরো জানান, প্রায় তিন বছর হলো সিদ্দিক চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। এরপর সে কখনো বাড়িতে আবার কখনো বাইরে থাকত। মাঝেমধ্যে তার সঙ্গে 'সংগঠনের' দুয়েকজন লোকও এসে তাদের বাড়িতে থেকেছে বলেও তিনি জানান। তিনি বলেন, গত এক মাসে সিদ্দিক সর্বশেষ বাড়ি এসেছিল গত শুক্রবার রাতে। এক দিন থেকে রোববার সকাল ১০টায় সে চলে গেছে।

লাঠিগঞ্জ কলেজে গেলে বাংলা ভাইয়ের সাবেক কয়েকজন সহকর্মী বলেন, সিদ্দিক মাস্টারই যে বাংলা ভাই তা তাদের জানা ছিল না। নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন শিক্ষক বলেন, ছাত্রাবস্থায় সিদ্দিক ছাত্রশিবির করলেও কলেজে ঢোকার পর থেকে জামায়াতের সঙ্গে না থেকে একটি উগ্রবাদী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়। আর এ জন্যই সে চাকরি করতে চায়নি। বাংলা ভাইয়ের সঙ্গে ছাত্ররাজনীতি করেছেন এমন কয়েকজন বলেন, ছাত্রাবস্থায় শিবিরের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও সিদ্দিক শিবিরের ধীরে চলো নীতি পছন্দ করত না। কয়েকজন এলাকাবাসী বলেন,

বাংলা ভাইয়ের কারণে গ্রামে বিভিন্ন ধরনের লোকের আনাগোনা বেড়ে যায়। তখন তাকে গ্রামের লোকজন বলেন, ‘যা ইচ্ছে বাইরে গিয়ে করো। গ্রামে যেন কোনো ঝামেলা না হয়’।

গ্রেপ্তার দাবি : বাংলা ভাই ও তার দোসরদের গ্রেপ্তার দাবিতে গতকাল বিকেলে রাজশাহীতে বাম ১১ দলের উদ্যোগে এক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করা হয়েছে। জেলা সিপিবির সাধারণ সম্পাদক এনামুল হকের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন নগর ওয়ার্কার্স পার্টি নেতা লিয়াকত আলী লিকু, এন্তাজুল হক বাবু, বাসদের জেলা সমন্বয়ক রুহুল কুদ্দুস টুনু, জাসদ নেতা শিবলি, ফজলে হোসেন বাদশা প্রমুখ। বক্তারা রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক মদদে বাংলা ভাইয়ের এই বর্বর অভিযান বন্ধের দাবি জানান।